অথবা যেহেতুক তোমরা প্রচুরতর ভাগ্যবান্, অর্থাৎ তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বথা পরিপূর্ণ, অতএব শ্রীনারায়ণকে ভজনা কর। এস্থলে মূল শ্লোকে "ভজত" এই ক্রিয়াটি বিধিলিঙ্গ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—এই স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা॥ স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যায় ইহাই বুঝায় যে—তপস্যা প্রভৃতি সম্পত্তি শ্রীনারায়ণকে ভজন করিলেই যথার্থ সফল হইয়া থাকে। আর যদি তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সম্পত্তিযুক্ত হইয়াও শ্রীনারায়ণকে ভজন না করে, তাহা হইলে সেইসকল সম্পত্তি মায়াবন্ধন-নিবৃত্তির কারণ হয় না বলিয়া বিফল হইয়া থাকে—ইহাই শ্রীস্বামীপাদকৃত টীকার অভিপ্রায়। এইপ্রকার আরও একটি শ্লোক শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিয়াছেন—হে দ্বিজগণ! তোমাদের সহিত প্রসঙ্গে আমি নিজে ধন্য হইয়াছি। যেহেতু পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন প্রয়োপবেশন করিয়াছিলেন, তখন সেই সভাতে ঋষিকুলমুকুটমণি শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে বিগলিত যে আত্মতত্ত্বটি অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণ শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে আমিও যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এখন তোমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সেই অখিল-আত্মাস্বরূপ শ্রীনারায়ণের প্রতি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯০-৯১ ॥

এতৎপ্রসঙ্গেনাহঞ্চাত্মতত্ত্বম্ অখিলাত্মভূতং শ্রীনারায়ণং স্মারিতঃ তং প্রতি পরমোৎকণ্ঠিতীকৃতোঽস্মীত্যর্থঃ। যদাত্মতত্ত্বং মে ময়া মহর্ষিমুখাৎশ্রুতম্ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৮০—৯১ ॥

হে ঋষিগণ! তোমাদের সহিত এই হরিকথাপ্রসঙ্গে নিখিল পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের প্রতি আমি পরম উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। এই আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের প্রতি আমার উৎকণ্ঠা-উদ্বোধনের হেতু একমাত্র তোমাদের সহিত এই শ্রীভগবৎকথাপ্রসঙ্গ। যে আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের কথাপ্রসঙ্গ মহর্ষি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে পরীক্ষিৎসভায় শ্রবণ করিয়াছিলাম। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতং"—এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং"—এই পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোক ১২ স্ক, ১২ অঃ, শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৭-৯১ ॥

তদেবমস্মিন্ শ্রীমতী মহাপুরাণে গুরুশিষ্যভাবেন প্রবৃত্তানামুপদেশশিক্ষাবাক্যেষু ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং সাধিতম্। তথা, তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্। ইত্যনুসারেণ সর্ব্বেষামিতিহাসানামপি তন্মাত্রতাৎপর্য্যত্বং জ্ঞেয়ম্। বিস্তরভিয়া তু ন বিব্রিয়তে। অন্যত্র চ তদেব দৃশ্যতে।